খানাকুলে শাশুড়ির বিরুদ্ধে বৌমার লড়াই

অভিজিৎ মুখার্জী, খানাকুল ঃ হুগলি জেলা জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তেমনভাবে বিরোধী প্রার্থী নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লড়াই হচ্ছে তৃণমূলের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের। অর্থাৎ যে সমস্ত তৃণমূল নেতা-কর্মী দলের টিকিট চেয়েও পাননি, তাঁরাই নির্মল হিসাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও পরিবারের মধ্যেই রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে। যেমন খানাকুলের অরুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউসর গ্রামের ১৬নং সংসদে লড়াই হচ্ছে শাশুড়ির সঙ্গে বৌমার। এখানে তৃণমূল প্রার্থীর বৌমা প্রিয়াঙ্কা সিং। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন তাঁর শাশুড়ি বাণী সিং। শাশুড়ি বাণী সিং ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে খানাকুল ১নং পঞ্চায়েত সমিতি ১৫নং আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। এই ১৫নং পঞ্চায়েত সমিতির আসনটিতে লাউসর, যোগীকুণ্ডু, কেদারপুর, কাবিলপুর, শোলারাস্তা, সুদামচক গ্রামগুলি রয়েছে। এই আসনে এবার তৃণমূল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে অশোক কোলে। বাণীদেবীর দাবি, দল তাকে পঞ্চায়েত সমিতির বদলে পঞ্চায়েতে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই আমি এই ১৬নং সংসদ থেকে দাঁড়িয়েছি।

তাঁর বক্তব্য, মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছি। তাই শেষ মুহূর্তে দল টিকিট না দিলেও এবারের নির্বাচনে আমি জয়ী হব। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা সিং এই প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। এলাকার উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য। গ্রামের মানুষ আমার পাশে আছেন। তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও সম্পর্কের কোনও ক্ষতি হবে না বলে তাঁর দাবি। উল্লেখ্য, এই সংসদে ১১০০ ভোটার আছেন। এখন শাশুড়ি ও বৌমার এই লড়াই নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সর্বত্রই তাঁদের এই মুখোমুখি লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে। সেই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে যেতে সেদিকেই তাকিয়ে আছেন।

অভিযুক্ত সিপিএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত

ফিরে গেল উন্নয়নের টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উন্নয়নের টাকা ফেরত চলে যাওয়ায় ক্ষোভ ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, সিপিএম পরিচালিত এই পঞ্চায়েত মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই ষড়যন্ত্র করে ওই টাকা খরচ না করায় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বিডিওর ঘরে পচছে। অথচ যে রাস্তা তৈরি করার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের টাকা বরাদ্দ হয়েছিল সেই টাকা খরচ না করে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রঘুনাথপুরের পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের বিজন মণ্ডল জানান, ২০১৮-র প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর থেকে টি এন মুখার্জী রোড থেকে গ্রামের ভিতর তাপস সর্দারের বাড়ি থেকে ভোলার সাইকেলের দোকান পর্যন্ত ৩৬০ মিটার রাস্তা তৈরির জন্য ৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়। এই অনুমোদনের খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান তড়িঘড়ি টেন্ডার ডেকে ওই রাস্তা তৈরি করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেন। বিজনবাবু জানান, শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া বিডিও সেই সময় পঞ্চায়েত প্রধানকে ওই টেন্ডার বাতিল করে পঞ্চায়েতের অন্যত্র উন্নয়নের কাজে ওই টাকা ব্যয় করার পরামর্শ দেন। যাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের টাকা উন্নয়নের কাজে ব্যয় হয়। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান সিপিএমের পার্বতী মণ্ডল জানান, বিডিওর চিঠি দপ্তরে এসে পৌঁছানোর আগেই কাজের জন্য সাইটে মাল পড়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর করণীয় কিছুই ছিল না। এলাকার মানুষের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব টাকা দিয়ে অন্যত্র উন্নয়ন করা যেত। রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা শ্রাবণী মণ্ডল, কাজল মণ্ডলরা জানান, তাঁদের পাড়ায় কমবেশি ২০টি পরিবারের বাস। আজ পর্যন্ত তাঁদের এলাকায় কোনও পাকা রাস্তা বা নিকাশি ব্যবস্থা হয়নি। যার ফলে তাঁরা বাড়ির লাগোয়া জমিতেই সোকট্যাঙ্ক করেছেন যেখানে পরিবারের সমস্ত মলমূত্র জমা হয়। প্রত্যেক ২ মাস অন্তর তাঁরা নিজেরাই ওই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেন।

সমস্যার সমাধানে তাঁরা বার বার পঞ্চায়েতকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েও ফল হয়নি। দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের সদিচ্ছা থাকলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের টাকায় ৩৬০মিটার রাস্তা করে পঞ্চায়েতের নিজস্ব টাকা দিয়ে তাঁদের এলাকার রাস্তার নিকাশি ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অনুমোদিত টাকা খরচ না করে সিপিএম মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নকে ব্যাহত করতে চাইছে। এর জবাব তাঁরা পঞ্চায়েত ভোটে দেবেন।

গোঘাট-২নং ব্লকে মুরগির বাচ্চা বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মঙ্গলবার হুগলির গোঘাট-২নং ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলাদের হাতে মুরগির বাচ্ছা তুলে দেওয়া হল। এই পঞ্চায়েতগুলি হল কামারপুকুর, বেঙ্গাই, কুমারগঞ্জ, মান্দারণ, পশ্চিমপাড়া, হাজিপুর, শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ-১ ও বদনগঞ্জ-২। এই অঞ্চলের মোট ৪৩০জন মহিলাকে ১০টি করে মুরগির বাচ্ছা দেওয়া হয়। এই মুরগির বাচ্ছাগুলির বয়স ২৮দিন। এবিষয়ে গোঘাট-২নং বি এল ডি ও তরুণকান্তি সাহারায় বলেন, আগামী দিনে আরও মহিলার হাতে এই মুরগির বাচ্ছা দেওয়া হবে। পাশাপাশি এই বাচ্ছাগুলির টিকাকরণেরও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে তারাহাট গ্রামের মামণি ভানি, বেঙ্গাই গ্রামের শিখা দাস প্রমুখ মহিলারা বলেন, আমরা গরিব মানুষ। তবুও সরকার যে আমাদের কথা ভেবেছে এটা জেনেই আমরা খুশি। এই মুরগিগুলি বড় হলে ডিম বিক্রি করে সংসার চালানোর ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হবে। গোঘাট-২নং বি এল ডি ও অফিসে এই কর্মসূচীতে বিএলডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিনাথ বাগ, মধুসূদন সরকার প্রমুখ আধিকারিক।

আরামবাগে অদ্ভুতদর্শন শিশুর জন্ম

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ একটি অদ্ভুতদর্শন শিশুর জন্ম হল হুগলির আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। খানাকুলের পোল অঞ্চলের বাসিন্দা মোফিজা খাতুন সোমবার এই সন্তানের জন্ম দেন। নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেছে, বাচ্চাটির মাথার দিকের অংশটি নেই। চোখ এবং দাঁতগুলি স্বাভাবিকের থেকে অনেক বড়। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক অনিন্দসুন্দর দাস জানান, রবিবার রাতে ওই মহিলা ভর্তি হন। সিজার করে বাচ্চাটি বের করে আনা হয়। সাধারণত এধরনের বাচ্চা বেশিক্ষণ বাঁচে না। তবে এই জীবিত বাচ্চাটিকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের এস এন সি ইউ তে পাঠানো হয়।

হুগলির আরামবাগের সালেপুর দলীয় প্রার্থী শিশির সরকারের প্রচারে সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, তৃণমূল ব্লক সভাপতি স্বপন নন্দী প্রমুখ।

শেওড়াফুলিতে ট্রেনের মধ্যে সন্তান প্রসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার সময় ট্রেনে সন্তান প্রসব করলেন প্রসূতি। হাওড়া থেকে যাওয়ার সময় শেওড়াফুলি জিআরপির সহযোগিতায় ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ রয়েছেন মা ও সদ্যজাত। চিকিৎসকের দেওয়া সময় অনুযায়ী আরও দিন পাঁচেক বাকি ছিল সন্তান প্রসবের। তাই হাওড়ার বাঁকরা শ্বশুরবাড়ি থেকে ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়ায় বাপের বাড়ি ফিরছিলেন মোস্তারী খাতুন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী মহঃ রইস। স্ত্রীকে নিয়ে হাওড়া থেকে আপ বর্ধমান লোকালে চাপেন রইস। ট্রেন ছাড়তেই প্রসব বেদনা শুরু হয় স্ত্রীর। ভেবেছিলেন লিলুয়ায় নেমে পড়বেন, কিন্তু বর্ধমান লোকাল ধু হওয়ায় লিলুয়ায় থামেনি। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেননি রইস। স্ত্রী যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন, ট্রেন ছুটতে থাকে। ট্রেন যখন শ্রীরামপুর স্টেশনে এসে থামে ততক্ষণে ট্রেনের সিটে শিশুপুত্রের জন্ম দিয়েছেন মোস্তারী। সহযাত্রীদের সাহায্যে কোনওভাবে এই অবস্থায় স্ত্রীকে ট্রেন থেকে নামান রইস। শ্রীরামপুর স্টেশনের কর্তব্যরত জিআরপি কর্মীরা ছুটে আসেন। তাঁরাই ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যান মা ও শিশুকে। চিকিৎসক দেখার পর জানিয়ে দেন সুস্থ আছে তাঁরা। প্রচণ্ড টেনশন কাটিয়ে প্রথম সন্তান হওয়ার তৃপ্তিতে তখন বাবা রইসের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শিশুটির বাবা বলেন, আমি টিভিতে এই ঘটনা দেখেছিলাম এখন নিজের চোখে। অন্য দিকে জিআরপির ওসি গোপাল গাঙ্গুলি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জি আর পি কর্মীরা নিয়ে যান শ্রীরামপুর মহকুমা হাসপাতালে। মা ও শিশুটি সুস্থ আছে শুনে আমারও খুব ভালো লাগছে।

খানাকুলে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল হুগলির খানাকুলের রঞ্জিতবাটী এলাকায়। মৃতার নাম বৃষ্টি মাঝি। বয়স ১৯। স্বামী বিশ্বজিৎ মাঝি মুম্বাইয়ে সোনার কাজ করেন। জানা গেছে, সোমবার সকালে তাঁর ঝুলন্তদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যায় বৃষ্টির মা সুপর্ণা সামন্ত খানাকুল থানায় মেয়ের শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে মেয়েকে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। এছাড়াও তাঁরা দাবি করেন, অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের ময়নাতদন্ত ও সৎকার করা হবে না। ফলে ওই দেহ খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালেই সারারাত পড়ে থাকে। এদিকে অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে শ্বশুর গৌর মাঝি ও শাশুড়ি কল্যাণী মাঝিকে। এরপরেই মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে ধৃতদেরকে এদিন আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে, আড়াই বছর আগে বৃষ্টির বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁদের আট মাসের একটি পুত্র সন্তান আছে।

হুগলির সিঙ্গুরে মুকুল রায়ের প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের সভা ও সিঙ্গুর বড়া তেলের মোড় থেকে সিঙ্গুর বাজেবেড়িয়ার মাঠ পর্যন্ত দুর্গাপুর হাইওয়ের উপর দিয়ে রোড শো।

রিষড়ায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়ায় যুব ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে প্রায় ৬০০জন চক্ষু পরীক্ষা করান। তাঁদের মধ্যে ৩৫০জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। এছাড়াও ২৫জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয় বলে জানান রিষড়া পুরসভার কাউন্সিলর সাকির আলি।

রেস্তোরাঁয় অভিযান, বাজেয়াপ্ত মাংস ও দুধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ মঙ্গলবার হুগলির উত্তরপাড়া পৌরসভার এলাকার বিভিন্ন রেস্তোরায় ও বিভিন্ন খাবারের দোকানে আচমকা অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু মাংসসহ দুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পুরপ্রধান দিলীপ যাদবসহ পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা। এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পৌরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানান, আমাদের কাছে এলাকার বাসিন্দারা কয়েকটি হোটেল, খাবারের দোকানসহ বেশ কিছু দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে খাবারের মান নিয়ে। সেই মত মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। তাতে পচা মাংসসহ দুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যে দুধগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ, যা বেশ কিছু দিন ধরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হয়েছিল এদিন যে সব মাংস বা দুধগুলো অভিযান চালানোর পর ধরা পড়েছে সেগুলোকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানান। যদি কোনও খারাপ কিছু ধরা পড়ে তাহলে পৌরসভা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বেঙ্গাইয়ে শীতলা মায়ের মন্দিরের অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ একটি নতুন শীতলা মায়ের মন্দিরের অভিষেক হল হুগলির গোঘাটের বেঙ্গাইয়ে। মঙ্গলবার এই অভিষেক অনুষ্ঠানে গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশেপাশে এলাকার বহু মানুষ হাজির ছিলেন। গ্রামের মানুষের উদ্যোগে তৈরি এই মন্দিরটির জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ টাকা। মন্দির কমিটির পক্ষে অধিবাস কুণ্ডু জানান, এর আগে এলাকায় কোনও শীতলা মায়ের মন্দির ছিল না। তাই গ্রামের মানুষের সুবিধার্থে এটি তৈরি করা হয়েছে।

মোমবাতি ও গোলাপে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ অনেক পত্রিকা স্বপ্ন দেখে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলে সমাজের মঙ্গল কামনায়। এ সমাজকে শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার আপোষহীন লড়াইয়ে ব্রতী হন প্রতিটি সাংবাদিক ও কর্মীবৃন্দ। তাই শুধুমাত্র পত্রিকার সাংবাদিকরা সংবাদ লিখেই নিজদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। সমগ্র দেশে ঘটে চলা একের পর এক ঘটনা স্পর্শ করে সাংবাদিকদের। তাদের হৃদয়কে কম্পিত করে ঘটনাগুলির উপসংহার। সম্প্রতি সমগ্র দেশের শিশুকন্যাদের যৌন নিপীড়ন করে একের পর এক খুনের ঘটনা চলছে।

কাশ্মীরের আসিফা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। ক্রমাগত আঘাত আসছে সর্বধর্মের শিশুকন্যাদের ওপর। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলি এই শিশুকন্যাদের যৌন নিপীড়ন কাণ্ডে কোনও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলছে না। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে চাইলেও রাজনৈতিক দলগুলির ভয়ে এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারছেন না। আতঙ্ক-সংকোচ ও মানুষের দ্বিধা শিশুকন্যাদের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শৈশবেই শিশুকন্যাদের ভবিষ্যত নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। একের পর এক ঘটে চলা এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি চিরাচরিত প্রেম-প্রীতির ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। ইদানীং কালের শিশু কন্যাদের যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলি প্রবলভাবে

আঘাত করে সাংবাদিক বৃতিসুন্দর রায়কে। তাই তিনি একজন সাংবাদিক হয়েও শুধু খবর লিখেই থেমে থাকতে পারেননি। তাই তাঁর উদ্যোগে "কেবলমাত্র ধর্ষিতাদের জন্য নয়..../ নারী হোক সুরক্ষিত...।" এই দাবীকে সামনে রেখে হুগলি জেলার ঐতিহাসিক চন্দননগরের স্ট্যান্ড রোডের জোড়াঘাটে শান্তি প্রতিবাদে এক অভিনব পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ওই পদযাত্রায় অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে এক হাতে মোমবাতি আর এক হাতে ভালোবাসার প্রতীক গোলাপ ও প্রতিবাদের আগুন জ্বলা মশাল নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পায়ে পা মেলান সর্বধর্মের মানুষেরা। এই অভিনব মিছিল গঙ্গার পাড়ে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ছুয়ে যায়। ২০০ মানুষের হাতে ভালোবাসার প্রতীক গোলাপ তুলে দেওয়া হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন অগণিত মানুষ। প্রতিবাদের আগুনে নিজেদের সেঁকে নেন। সোমবার সন্ধ্যায় এই মিছিল যেন অসংখ্য মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এই মশাল মিছিল পথচলতি আত্মকেন্দ্রিক মানুষদেরও ভাবিয়ে তোলে।

বহুদিন পর ঐতিহাসিক শহর চন্দননগরে এই অভিনব মিছিল ভীষণভাবে দাগ কাটে। হুগলি জেলার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা সাংবাদিক বৃতিসুন্দর রায়ের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। দেশের সব নারীদের উপর সংঘবদ্ধ যৌন নিপীড়ন বন্ধ ও তাদের সুরক্ষার দাবিতে এই অভিনব মিছিলের মশাল হাতে পুরভাগের নেতৃত্ব দেন পত্রিকা সম্পাদক-সাংবাদিক ও প্রান্তিক মানুষের দরদীবন্ধু ধৃতরাষ্ট্র দত্ত। পরিচালনায় রঞ্জয় দে, পুষ্পল গুপ্ত, রোহন সাউসহ আরও অনেকে ছিলেন। এছাড়াও বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন চুঁচুড়া থানার ইন্সপেক্টর নিরুপম ঘোষ, এল আই সি এজেন্ট মলয় ঘোষ ও মহেন্দ্র শুবুন্ডি, ভদ্রেশ্বর পৌরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, ছাত্রনেতা শুভজিৎ সাউ, চন্দননগরের লাইফ কেয়ার সংস্থা প্রমুখ।

এই প্রেম ও প্রতিবাদ পদযাত্রার শেষে সর্বধর্মের নারীদের সুরক্ষার দাবীতে সংক্ষিপ্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতা রাখেন ধৃতরাষ্ট্র দত্ত। এই সভার শেষে সর্বধর্মের মানুষ শপথ করেন ভবিষ্যতে নারীদের ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে, সেখানেও হবে এই অভিনব প্রতিবাদী পদযাত্রা।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনষ্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R,
M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।